ফাগুন দিনে কাঁদন-ভরা হাসি হেসেছি

ডালিয়া নিলুফার

(জীবন যত ক্ষুদ্র হোক আর মানুষ যত সাধারণই হোক, প্রত্যেক জীবনেই থাকে অবিশ্বাস্য কিছু আনন্দের সুখ। কিছু অসামান্য পাওয়া। সৃষ্টিকর্তার সেই অপ্রত্যাশিত দান, যার কোন ব্যাখ্যাও হয়না।)

ছোটবেলায় রূপকথা পড়তাম। বড় হয়ে মহাভারত পড়েছি। এ বলতে গেলে আমার প্রাণের জিনিষ। এখানেও রূপকথার শ্রী খুঁজে পাই। আর পড়েও বড় আনন্দ হয়। সেইখানেই শুনেছি- একবার যুধিষ্ঠিরের সাথে দুর্ব্যবহার করে ভীমের বড় অনুশোচনা হোল। যুধিষ্ঠির আপন ভাই। তার উপর সচ্চরিত্রবান। তাকে দুঃখ দেয়া পরিতাপেরই কথা। ভীম মনকষ্টে বলতে গেলে একরকম কাতর হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত অনুতাপ সহ্য করতে না পেরে সোজা চলে গেলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। যেয়ে ক্ষমাতো চাইলেনই, এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে নিজেকে কিভাবে শাস্তি দেয়া যায়, সেই উপায়ও জানতে চাইলেন। ওদিকে ভীমের এমনতর আচরণ দেখে যুধিষ্ঠির নিজেও মনে বড় দুঃখ পেয়েছিলেন। যদিও মুখে কিছু বলেননি। তবে এইবার ভীমের মনের অবস্থা বুঝতে তার বাকী রইলনা। শুধু বললেন, “যদি সত্যিই নিজেকে শাস্তি দিতে চাও তবে অধিক পরিমাণে নিজেই নিজের প্রশংসা কর। এ প্রায় আত্মহত্যার সামিল। প্রায়শ্চিত্ত হলে এতেই হবে।” এরপর ভীম কি করেছিলেন জানিনা। তবে এই ঘটনা জানবার পর নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে কেন জানি অস্বস্তি হয়। ভয়ও করে। তাছাড়া নিজের সম্পর্কে বলা যেমন কঠিন, নিজের লেখা সম্পর্কে বলাও তেমনি কঠিন। কি বলব না বলব, সেটাই সমস্যা। কেউ ”কি লিখেছেন” এরকম একটা প্রশ্ন করলেও আমি পড়ে যাই মহাবিপদে। কতটুকু বলব? বেশী বললে লজ্জার কথা। কম বললেও কি মন ওঠে? আজ লিখছি তার অন্য কারণ।

আমি চিরকাল অল্পে খুশী থাকা মানুষ। তাই কম বেশী যা পাই তাতেই সন্তুষ্ট থাকি। থাকতে হয়। জীবনে কোনদিন কোনকিছুতে প্রথম হইনি। জিতে নেয়ার আনন্দ কি জিনিষ জানিইনা। বড় পুরষ্কার, সংবর্ধনা এসব পেলে কেমন লাগে তাও বলতে পারবনা। উচ্চতা, রং এবং বিদ্যা কোনটাতেই সহজে কাউকে ছাড়াতে পারিনা। অথচ পৃথিবীতে এর কোনটার গুরুত্ব কম? তবে একথাও আমার বহুবার মনে হয়েছে, বোধহয় এর বাইরেও মানুষের কিছু পাওয়ার থাকে। আর সেই আশ্চর্য হওয়ার মত ভালোবাসা পেয়েই বেড়ে উঠেছি এই পর্যন্ত।

’লেখক আড্ডা’র ছাউনিতে বসেছিলাম। সন্ধ্যাবেলা। বইমেলায় আমার দ্বিতীয় দিন। সবার কথাবার্তা শুনছি। ক্যানবেরার কামরুল আহসান খান (সমাজকর্মী), কবি আসলাম সানী, কবি আবুল হাসনাত মিল্টন, লেখক এবং গবেষক ডঃ নাজমুল, কবি নির্মলেন্দু গুনের কন্যা মৃত্তিকা গুন, কবি জসিমউদ্দিনের ছেলে পলাশ, এরকম আরও অনেকেই ছিলেন। আড্ডাও জমে গেল। বাঙ্গালীর আড্ডা মোমের মত। পড়ার সাথেই জমে। টেবিলের উপর এক ঠোঙ্গা বাদাম। তার সাথে আমার ’ছিটে ফোঁটা’। তাই

নেড়েচেড়ে দেখছে। এর প্রচ্ছদ শিবু কুমার শীলের করা। তার পাকা হাতের প্রশংসা শুনে আমার মনে হলো, ফাড়া কেটে গেলো। মানে, প্রচ্ছদ ভালো হলে পাঠক অন্ততঃ বইটা ধরে দেখবে। আমার জন্যে সেও অনেক।

এরমধ্যে আরও ক'জন লেখক এসে জড়ো হলেন। চেনা অচেনা। ছাউনি ভরে গেল। এদের প্রায় প্রত্যেকেরই এবার নতুন বই বেরিয়েছে। কারো কারো দুটো, কারো তিনটে। যারা মনে করেন বই লেখা খাটনির কাজ, তাদের উড়িয়ে দিয়ে এক লেখকের দেখলাম একসাথে নয়টা বই বেরিয়েছে। সোজা কথা! তাই ভাবি, মানুষ কি না পারে! কাছেই মাইকিং হচ্ছে। ঘোষণা দিচ্ছে কোন লেখকের কি বই বের হলো। তার দাম কত, তাও। স্টলগুলির সামনে দলা দলা ভীড়। তাদের হাতে হাতে বই। দেখছে। আবার রেখে যাচ্ছে।

চলতি আড্ডার ফাঁকে ছবি তোলা হয়ে গেল বিস্তর। কেউ একজন বলেছিলেন "ফেসবুকে দিয়ে দেব। দেখবেন।" বললাম "ফেসবুকে নাই, দয়া করে মেইল করবেন।" কি বলব, ফেসবুকে নাই শুনে এমনভাবে তাকাল যেন পরিষ্কার বলে দিল -"এই বেকুব ছিল কোথায় এ্যাদ্দিন?।" কি বলি এই বুদ্ধিমান, সুদর্শনকে? এমনিতেই যন্ত্রপাতি বুঝি কম। তারউপর 'ফেসবুক' যা আমার কাছে নেহাতই এক ভাসমান ময়দান। সেখানে যেয়ে হাজির না হলে, এ জীবনে কিছু এসে যায় কিনা ভেবে দেখিনি। মানুষের সংস্পর্শে আসবার এবং আলাপচারিতার জন্যে আরও যা যা আছে তাকেই আমার বরাবর যথেষ্ট বলে মনে হয়েছে।

যাহোক, এই গিজগিজে আড্ডার মাঝখানে কামরুল ভাই হঠাৎ করে - "চল, তোমার বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হবে" বলে সোজা বাজ পড়ার মত একটা ঘোষণা দিয়ে বসলেন। শুনে প্রথমে বুঝতে পারলামনা কি করব। ভাবলাম রসিকতা। নয় বড়জোর কথার কথা। নাহলে আমি কি সেই লেখক, ঘটা করে যার বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করতে হয়? অতএব আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দেবার জন্যে এই যথেষ্ট।

তবে লেখক যেমনই হোক দেখেছি বইয়ের প্রতি এদেশের মানুষের ভালোবাসা চিরকাল। ভক্তিও আশ্চর্য রকমের। নানান দুঃখ দুর্দশার মধ্যে থেকেও একখানা বইয়ের জন্যে তারা মনের মধ্যে তীব্র ভালোবাসা এবং মমতাবোধ করেন। হয়তবা সেই কারণেই।

মোড়ক উন্মোচনের অনুষ্ঠানে আমি এর আগেও ছিলাম। যথাসাধ্য বলার চেষ্টা করেছি সেই সব গুনী শিল্পীদের সম্পর্কে। সে ছিল একরকম নিঃস্বার্থের আনন্দ। তারজন্যে না ছিল ভয়, না সঙ্কোচ। কিন্তু আজ নিজের বেলায় এসে সব কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল।

আমার পাশে বসা কবি হাসনাত মিল্টন । আমি যার লেখার ভক্ত। বহুদিন পর দেখা। বিনয়ী মানুষ। কথা বলেও বড় আরাম পাই। কিন্তু আমার সেই আরাম মোটের উপর গ্রাহ্য না করে দেখলাম তিনিও উঠে দাঁড়ালেন। ছিলেন প্রিয় ছড়াকার অনিক খান। মেলায় রসগোল্লা যেমন হয়, অমন। চার পাশে যার ভক্ত মাছি অনবরত ওড়ে। কোনমতে সরিয়ে এসে হাজির হয়ে গেলেন। সবার উৎসাহ দেখে গা হালকা

হয়ে যাওয়ার কথা অথচ গা ভারী হয়ে গেল ভেজা চালের মত। ভয়ে। মোড়ক উন্মোচনের স্বাদ গেল পাল্টে। সত্যি কথা কি, বেশী এক্সাইটমেন্ট নিতে পারিনা।

আমি কোনরকম খুটখাট আপত্তি দিয়ে ঠেকাতে চেষ্টা করছি। জানতাম কাজ হবেনা। হয়ওনি। উঠতেই হয়েছিল। কামরুল ভাই'র বিশাল পরিচিতি। এই দুনিয়ায় একটা দেশ থাকবে আর সেখানে দুটো বাঙ্গালী থাকলে তার একটা তাকে চিনবেনা, এ হয়ইনা। এই মানুষের কাছে এমনতর আপত্তি করা মানে সোজা কথা মূর্খতা। তাছাড়া বেশী বলে ধমক খাওয়ার ভয় ছিল।

কিসের মধ্যে যেন পড়ে গেলাম! ভাবছি হঠাৎ করে এসব হয় নাকি? মন্ত্রী-মিনিস্টার, ফুল, ফিতে, মাইক দেখেই আমার অভ্যাস। গণমাধ্যমে কাজ করলে মানুষ এইসবই দেখে বেশী। এখানে কোথায় তা? ওসব ছাড়া হবে কিছু? হয় কখনও? কি বলব, আমার তখনও দেখার বাকী ছিল বিস্ময় কি জিনিষ, পরিতৃপ্তি কোন অমৃত আর ভালোবাসা কোন আশীর্বাদ।

একজনকে দেখলাম বসে বসে ছোট একটা লিস্ট তৈরি করে ফেলেছে। কে কে থাকছেন অর্থাৎ বক্তা কারা কারা। এরমধ্যে কে যেন দৌড়ে পুরনো খবরের কাগজ দিয়ে বইটা মুড়ে দিল। দেখে হাসলাম। অর্থাৎ এই হোল মোড়ক, যার উন্মোচন হবে। সামান্য আয়োজন। অসামান্য তার উচ্ছ্বাস! এবং বলতে গেলে প্রায় অচেনা এক লেখকের জন্যে এই আনন্দের উদ্যোগ, এই ছুটোছুটি দেখে কৃতজ্ঞতাবোধে মন যেন কেমন হয়ে গেল!

খোলা আকাশ। খোলা মাঠ। ছাউনি ছেড়ে সব একে একে জড়ো হয়ে গেলেন সেই মাঠে। সামান্য আলো অন্ধকারের মধ্যে সার বেঁধে দাঁড়ালেন। সবার হাতে একটা করে 'ছিটে ফোঁটা'। বুকের কাছে ধরা। কি ছিল দৃশ্যটার মধ্যে কেজানে! দেখে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে বড় কয়েকটা শ্বাস ফেললাম। কোন কারণে চোখে পানি আসলে যখন আর পারিনা তখন মাঝে মাঝে এইভাবে আটকাই।

কবি আসলাম সানী 'ছিটে ফোঁটা'র মোড়ক উন্মোচন করলেন। নিজের মত করে বলেও ফেললেন অনেক কথা। যার বেশীর ভাগই আশীর্বাদ এবং অভিনন্দন। যা দেবার সময় মানুষ চেনা অচেনা, খ্যাত অখ্যাত বিচার করেনা। কমও দিতে চায়না। বাকী বক্তারা (কামরুল ভাই, কবি হাসনাত মিল্টন, অনিক খান, মৃত্তিকা গুন, ডঃ নাজমুল) একে একে যে যার সাধ্যমত বলে গেলেন। আমি যা এবং আমি যা নই তাও। সামনে বিস্তর লোক। তারাও শুনতে লাগল কে ডালিয়া নিলুফার, কি তার বৃত্তান্ত। আমি শুধু অপরিচিতের মত তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বুঝলাম জন্মের মত ঋনগ্রস্থ হয়ে পড়েছি।

মাঝেমাঝে খুব দেখতে ইচ্ছে করে মানুষের হৃদয় কি দিয়ে তৈরি, যেখানে এত আবেগময় ভালোবাসা তারা জমিয়ে রাখে? আপন পর ভিন্ন দেখেনা? স্বার্থপরতাও তুচ্ছ গণ্য করে? মানুষ কি তবে এই ভালোবাসাটুকুর জন্যই বেঁচে থাকে? হয়ত।

ভিড় ভাঙল। শূন্য মাঠ। তবু রাতের হাওয়া বিচিত্র মায়ায়, নিঃস্বার্থে ভরাট করে দিল সেই শূন্যতা। সেই খোলা মাঠ। সামান্য আলো ছায়ার মধ্যে বইটা বুকে নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। মনে হোল - 'বহুদিন আমি এমন আনন্দকে বুঝিনি।'